আত্মা সকলের পরীক্ষা কর!

১ম যোহন ৪ অধ্যায় ১-৬ পদ

প্রথম যোহন ৩ অধ্যায় শেষ হয়েছিল, এমন কথা বলে, যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসীদেরকে যে পবিত্র আত্মা দত্ত হয়েছে, তাঁর দ্বারা বিশ্বাসীরা জানে যে, ঈশ্বর তাদের মধ্যে আছেন। একই কথা আমরা পৌলের লেখায়ও পেয়ে থাকি, যেখানে পৌল বলেছে, *"আত্মা নিজেও আমাদের আত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান"* (রোমীয় ৮:১৬)। এখন, এই সত্য কীভাবে অপব্যবহৃত হতে পারে, তা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। বিশ্বাসী না হয়েও, বা ঈশ্বরের সন্তান না হয়েও, নিজের বক্তব্যকে লোকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাক্ষ্যদানের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি। যোহন নিজের চোখে এই কাজ সাধিত হতে দেখেছে। তাই, যোহন যীশু খ্রীস্টের প্রকৃত বিশ্বাসীদের সতর্ক করে বলেছে, *"প্রিয়তমেরা, তোমরা সমস্ত আত্মাকে বিশ্বাস কোরো না, বরং আত্মা সকলের পরীক্ষা করে দেখ, তারা ঈশ্বর থেকে কি-না, কারণ ভাক্ত ভাববাদী জগতে বের হয়েছে"* (১ যোহন ৪:১)।

যোহনের এই কথা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, পবিত্র আত্মার নামে সাক্ষ্যদানে কোনও লাভ নেই, যদি-না ঈশ্বরের আত্মা সত্য সত্যই সেই সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন। এখন, যোহনের বিপক্ষরাও আত্মিক অনুপ্রেরণার দ্বারা বিশেষ জ্ঞানের দাবি করত, এবং ঈশ্বরকে জানার দাবি করত (১:৪)। কিন্তু তাদের সেই দাবি সত্য না মিথ্যা, তা পরীক্ষা করার উপায় কী? ২ ও ৩ পদে, যোহন সেই পরীক্ষার কথা বলেছে, *"এর দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানতে পার; যে কোনও আত্মা যীশু খ্রীস্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে, সে ঈশ্বর থেকে। আর যে কোনও আত্মা যীশুকে অস্বীকার করে, সে ঈশ্বর থেকে নয়; আর তা-ই খ্রীস্টারির আত্মা, যার বিষয় তোমরা শুনেছ যে, সে আসিতেছে, এবং সম্প্রতি সে জগতে আছে।"* অর্থাৎ, জগতে দুটি আত্মা আছে, একদিকে পবিত্র আত্মা, যিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেন; এবং অন্যদিকে খ্রীস্টারির আত্মা, যে মিথ্যার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এখন, জগৎ যেহেতু খ্রীস্টারির আত্মা দ্বারা চালিত, জগতের লোক প্রকৃত বিশ্বাসীদের সাক্ষ্যে কান দেয় না; কিন্তু যারা সত্য ঈশ্বরকে জানে, তারাই কেবল বিশ্বাসীদের সত্য সাক্ষ্য শোনে ও বিশ্বাস করে (৫-৬ পদ)। কিন্তু এতে বিশ্বাসীদের আশাহত হবার কোনও কারণ নেই; ***কারণ যিনি বিশ্বাসীদের মধ্যবর্তী (অর্থাৎ ঈশ্বর), তিনি জগতের মধ্যবর্তী ব্যক্তি (অর্থাৎ খ্রীস্টারি) অপেক্ষা মহান*** (৪ পদ)।

প্রভুর এই বাক্য থেকে আজ আমরা যে সত্য উপলব্ধি করতে চলেছি, তা হল, খ্রীস্টবিশ্বাসী হবার ফলস্বরূপ ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা প্রকাশিত বিষয়সমূহ বিশ্বাস করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ; জগতের আত্মা বা খ্রীস্টারির আত্মা দ্বারা পরিচালিত বিষয়সমূহ অবিশ্বাস করা, সন্দেহ করা বা পরীক্ষা করা, একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই, ১ পদে যোহন লিখেছে, *"প্রিয়তমেরা, তোমরা সমস্ত আত্মাকে বিশ্বাস কোরো না।"* এ কথার অর্থ, যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছে বলে দাবি করে কেউ কোনও কথা বলে, তখন কেবল সেই দাবির কারণে সেই কথাকে বিশ্বাস করতে যোহন বিশ্বাসীদের নিষেধ করেছে। যোহনের এই পরামর্শ বা আদেশ কেবল পালক, প্রচারক, শিক্ষক বা নেতার জন্য নয়, কিন্তু প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য। কারণ বিশ্বাসী যে জগতে বসবাস করে, তা বিভিন্ন মিথ্যা সাক্ষ্যে পরিপূর্ণ।

যোহন যখন এই পত্র লেখে, তখন যারা নিজের চোখে যীশুর পার্থিব পরিচর্যা দেখেছিল, তারা প্রায় সকলেই মারা গিয়েছিল। ফলস্বরূপ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের খ্রীস্টবিশ্বাসীরা যীশুর বিষয় যে সমস্ত শিক্ষা পেয়েছিল, সে সমস্ত বিষয়ে তারা সন্দেহ করতে শুরু করেছিল। একইসঙ্গে, যে সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসী গ্রিক সংস্কৃতিতে মানুষ হয়েছিল, তাদের পক্ষে যীশুকে ১০০ ভাগ ঈশ্বর হয়েও ১০০ ভাগ মানুষ হিসাবে উপলব্ধি করা খুবই কঠিন ছিল। কারণ, প্লেটোর দর্শন থেকে তারা শিখেছিল যে, আত্মাকে যদি পাখির সঙ্গে তুলনা করা যায়, শরীর হল সেই খাঁচা, যা থেকে আত্মা সর্বদা মুক্তি আশা করে। এখন, তারা যখন তাদের সেই দর্শনের ছাঁচে খ্রীস্টিয় শিক্ষাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে, তখন যীশুকে তারা একাধারে ঈশ্বর (আত্মা)

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

ও মানুষ (শরীর) হিসাবে কল্পনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলস্বরূপ, যীশুর ঈশ্বরপ্রকৃতিকে উচ্চীকৃত করতে গিয়ে তারা তাঁর মানুষপ্রকৃতিকে অস্বীকার করে খ্রীস্টধর্ম বিরোধী ভ্রান্তশিক্ষা তৈরী করেছে। তথাপি, তারা আত্মার অনুপ্রেণার কথা বলে তাদের শিক্ষাকে সত্য বলে জাহির করেছে। এমন পরিস্থিতিতে, যোহন বিশ্বাসীদের বলেছে, ***তোমরা তাদের কথা বিশ্বাস কোরো না, যদিও তারা তাদের কথাকে আত্মা-অনুপ্রাণিত বলে দাবি করে থাকে।***

কিন্তু কেবল যোহন নয়, ভ্রান্তশিক্ষক বা ভাক্ত-ভাববাদীদের বিষয় সতর্ক থাকতে স্বয়ং যীশুও তাঁর শিষ্য আমাদের বলেছেন, ***"ভাক্তভাববাদীদের থেকে সাবধান; তারা মেষের বেশে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু তারা হৃদয়ে গ্রাসকারী নেকড়ে"*** (মথি ৭:১৫)। পিতরও একই কথা বলেছে, ***"সেই প্রকারে তোমাদের মধ্যেও ভাক্ত গুরুরা উপস্থিত হবে, তারা গোপনে বিনাশজনক দলভেদ উপস্থিত করবে, যিনি তাদের ক্রয় করেছেন (যীশু), সেই অধিপতিকেও অস্বীকার করবে"*** (২ পিতর ২:১)। পৌলও ইফিষের প্রাচীনদের সতর্ক করে বলেছে, ***"আমি জানি, আমি তোমাদের ছেড়ে যাবার পর, দুরন্ত নেকড়েরা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, পালের প্রতি মমতা করবে না; এবং তোমাদের মধ্য থেকেও কোনও কোনও লোক উঠে শিষ্যদেরকে নিজেদের পেছনে টেনে নেবার জন্য বিপরীত কথা বলবে।"*** (প্রেরিত ২০:২৯-৩০)।

এখন, ***মেষের বেশে নেকড়ে*** কথার অর্থ, ভাক্ত-ভাববাদীরা যে মিথ্যা শিক্ষা দেয়, তা মিথ্য হলেও, দেখতে বা শুনতে সত্য বলে মনে হয়, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তা সত্যের থেকেও বেশি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। কিন্তু যীশু ও তাঁর প্রেরিতরা আমাদের পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছে যে, **আমাদের বিশ্বাস যেন যুক্তির কাছে হার না মানে**। মনে রাখতে হবে, যুক্তির প্রয়োজন আছে, কারণ তা আমাদের সত্য বিশ্বাসকে দৃঢ় করে; কিন্তু যখন যুক্তি দ্বারা সত্যবিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না, তখন যেন আমরা যুক্তিবাদী নয়, কিন্তু বিশ্বাসীর আচরণ করি।

এই কারণে, পরিপক্ক বিশ্বাসী কখনও ***মানুষের ঠকামিতে, ধূর্ত্ততায় বা মিথ্যা চাতুরীতে তরঙ্গাহত হয় না কিম্বা যে সে শিক্ষাবায়ূতে পরিচালিত হয় না*** (ইফিষীয় ৪:১৪)। পরিবর্তে, সেই সমস্ত মেষের বেশে নেকড়েরা যখন গোপনে বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রবেশ করে (যিহূদা ৪), তখন বিশ্বাসীদের দায়িত্ব ***"আত্মা সকলের পরীক্ষা করা, তারা ঈশ্বর থেকে কি-না।"*** যোহনের এই পত্রে, একাধিক বিষয়ের দ্বারা তাদের পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে: **প্রথমত**, আমাদের দেখতে হবে, তাদের শিক্ষা ঈশ্বরের বাক্য, তথা বাইবেলের সঙ্গে মেলে কি-না। **দ্বিতীয়ত**, যারা সেই শিক্ষা দেয়, তারা মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের প্রতি কতখানি উৎসর্গীকৃত (২:১৯), তাদের জীবন-যাত্রা কী প্রকার (৩:২৩-২৪)। **তৃতীয়ত**, ও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হল, খ্রীস্ট সম্বন্ধে তারা কী বিশ্বাস করে (৪:২-৩)।

৪:২-৩ পদে বলা হয়েছে, ***"যে কোনও আত্মা যীশু খ্রীস্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে, সে ঈশ্বর থেকে। আর যে কোনও আত্মা যীশুকে অস্বীকার করে, সে ঈশ্বর থেকে নয়।"*** অর্থাৎ, যীশু নিজের বিষয় যে শিক্ষা দিয়েছেন, বা তাঁর প্রেরিতরা তাঁর বিষয় যে শিক্ষা দিয়েছে, তার বিপরীতে যারা অন্য সুসমাচার (গালাতীয় ১:৮) বা অন্য যীশুকে প্রচার করে, তারা ঈশ্বর থেকে নয়, কিন্তু খ্রীস্টারির আত্মা থেকে কথা বলে থাকে। 'অন্য যীশুর' অর্থ, বাইবেল যীশুর বিষয় যে শিক্ষা দেয়, সেই শিক্ষার বিকৃতি। যীশুর বিষয় বাইবেল বলে, যীশু হলেন ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি, তিনি নিজে ঈশ্বর; কিন্তু তিনি ১০০ ভাগ ঈশ্বর হয়েও, পৃথিবীতে তাঁর প্রথম আগমনের দ্বারা আমাদের ন্যায় ১০০ ভাগ মানুষ হয়েছেন, যদিও তিনি কখনও কোনও পাপ করেননি। এ কথার অর্থ, তিনি একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ, বা ঈশ-মানব। তাই, তাঁকে যেন আমরা কেবল একজন মহাপুরুষ বা শিক্ষাগুরু বা আদর্শ ব্যক্তি বা ভাববাদী হিসাবে চিন্তা না করি। কিম্বা আধুনিক চিন্তায়, তাঁকে সান্তাক্লজ বা আমার কাঙ্ক্ষিত আশীর্বাদের যোগানদাতা হিসাবে চিন্তা না করি। কারণ, তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, প্রভু, ঈশ্বর। আবার অন্যদিকে, ঈশ্বর হওয়ায়, মানুষের দূর্বলতাঘটিত কোনও দুঃখে তিনি যে দুঃখিত হতে পারেন না (ইব্রীয় ৪:১৫), এমনও নয়। কারণ, তিনি আমাদের ন্যায় মানুষও বটে। তাই, যোহন যীশু খ্রীস্টকে মাংসে আগত

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

ঈশ্বর বলে বর্ণনা করেছে। দেহায়নের *(incarnation)* দ্বারা যীশু খ্রীস্ট এক ব্যক্তিত্বে পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ মানুষ। যোহনের সময় যে সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষা বিশ্বাসীদের বিপথে পরিচালিত করছিল, তাদের দুটি দিক আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

(১) এর আগে আমরা দেখেছি, ১ যোহন ২:২২ পদে, তারা যীশুকে খ্রীস্ট হিসাবে অস্বীকার করত। অর্থাৎ, সুসমাচারে প্রকাশিত নাসরতীয় যীশুই ঈশ্বরের অভিষিক্ত মশীহ, স্বয়ং ঈশ্বর, তা তারা অস্বীকার করত। সারিনথুস *(Cerinthus)* নামক ব্যাক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, তারা বিশ্বাস করত যে, মানুষ যীশুর বাপ্তিস্মের সময় স্বর্গীয় খ্রীস্টের আত্মা যীশুর উপর নেমে আসেন; এবং ক্রুশীয় মৃত্যুর পূর্বে তিনি যীশুকে ছেড়ে চলে যান। কারণ, তাদের চিন্তায়, মানুষ যীশু কেবল তাঁর পরিচর্যাকালে স্বর্গীয় খ্রীস্টের শক্তি পরিধান করেছিলেন; এবং ঈশ্বর কখনও মারা যেতে পারেন না।

(২) ১ যোহন ৪:২-৩ অনুসারে, সেই যীশু খ্রীস্টই আবার দেহায়িত হবার দ্বারা ১০০ ভাগ মানুষ, তা তারা অস্বীকার করত। পরবর্তীকালে, ঈশতাত্ত্বিকেরা এই ভ্রান্তশিক্ষাকে ছদ্ম অস্তিত্ববাদ বা আপাত প্রতিভাতবাদ *(Docetism, from Gk. 'dokeo', which means 'seems')* আখ্যা দিয়েছে। এর দ্বারা তারা যে শিক্ষা দিয়েছে, তা হল, বস্তু বা জড় মন্দ হওয়ায়, যীশুর পক্ষে ''রক্ত-মাংসের'' শরীরের অধিকারী হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই, যদিও তাঁকে দেখে মনে হত, তিনি শরীরের অধিকারী; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা সত্য শরীর ছিল না (ছায়াশরীর মাত্র)। তাই তাদের চিন্তানুসারে, পার্থিব পরিচর্যাকালে যীশু যখন হেঁটে যেতেন, তখন কোনও ছায়া পড়ত না (তিনি নিজেই ছায়া হওয়ায়), কিম্বা কোনও পায়ের ছাপ পড়ত না। তারা যখন এইভাবে যীশুর পূর্ণ মানুষ প্রকৃতিকে অস্বীকার করেছিল, তখন যোহন এই পত্রের প্রথম থেকেই মানব যীশুর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছে, ***''আমরা যাঁকে স্বচক্ষে দেখেছি, নিরীক্ষণ করেছি, স্বহস্তে স্পর্শ করেছি . . . তাঁর বিষয় সাক্ষ্য দিচ্ছি''*** (১:১-৩)। পৌল এই যীশুকে ***''অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি''*** (কলসীয় ১:১৫) বলেছে, এবং ***''তাঁতেই ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করার''*** (কলসীয় ২:৯) কথা বলেছে।

তাই, যারা ছদ্ম অস্তিত্ববাদের শিক্ষা দেয়, বা মানব যীশুকে অস্বীকার করে, তারা ঈশ্বরের বাক্যের কেন্দ্রীয় সত্যকে অস্বীকার করার কারণে, যোহন তাদেরকে ভাক্তভাববাদী বা খ্রীস্টারি আখ্যা দিয়েছে। এই কারণে, প্রত্যেক বিশ্বাসী যখন এমন কোনও ব্যক্তি বা মণ্ডলীর পরিচিত হয়, যে বা যারা যীশু খ্রীস্টের সত্য ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে, তখন সেই বিশ্বাসীর দায়িত্ব তাদের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করা। এখন, আমরা যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে থাকি, ঈশ্বরের বাক্য যদি আমাদের হৃদয়ে প্রচুররূপে বাস করে থাকে (কলসীয় ৩:১৬), তবে আমরা অবশ্যই তাদের চিনতে পারব। কারণ, (১) আমরা ঈশ্বর থেকে (৪ক)। এর অর্থ, আমরা যে তাঁর সন্তান হয়েছি, তা আমাদের কোনও যোগ্যতার দ্বারা নয়, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর অনুগ্রহে। ফলস্বরূপ, যে আত্মিক-যুদ্ধে আমরা প্রাণপণ করি, তা তিনি স্বয়ং জয়লাভ করেছেন। তাই, আমরাও সেই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষকদের চিহ্নিত করতে ও তাদের শিক্ষার উপর জয়লাভ করতে সক্ষম। তাদের উপর জয়লাভ করার ২য় কারণ হল, (২) আমরা সেই ঈশ্বরের ক্ষমতা লাভ করেছি, যিনি জগতের মধ্যবর্তী ব্যক্তি, তথা খ্রীস্টারি অপেক্ষা মহান। অবশ্য, এই কথার অর্থ, এই নয় যে, ভ্রান্তশিক্ষকদের তুলনায় আমরা বেশি বুদ্ধি বা অর্থের অধিকারী। পরিবর্তে, ভ্রান্তশিক্ষকদের দ্বারা আমরা যখন বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হই, তখন প্রভুই আমাদের রক্ষার পথ করে দেন, সেইহেতু আমরা তা সহ্য করতে পারি (১ করি ১০:১৩)। তাই, আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালোবাসি কি-না, তা জানতে তিনি আমাদের পরীক্ষা করে থাকেন (২য় বিবরণ ১৩:১-৫; ১৮:১৫-২২)। ফলস্বরূপ, আমরা আমাদের প্রকৃত চেহারা দেখবার সুযোগ পাই। আমরা যদি উত্তম মেষপালকের মেষ হয়ে থাকি, তাহলে, তাঁর রবকে আমরা চিনতে পারব ও অন্যদের রব থেকে তাকে পৃথক করতে সক্ষম হব (যোহন ১০:৩-৫)।

এই সত্যের মুখোমুখী বিশ্বাসী আমাদের দায়িত্ব জগতের কথা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কথা শোনা (৫-৬ পদ)। আমরা কার কথা শুনছি, তার দ্বারা আমরা আমাদের পরিচয় দিয়ে থাকি: সত্যের আত্মা, না-কি

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

ভ্রান্তির আত্মা? আসুন, আমরা সত্যের আত্মাকে চিনি ও তাঁর অনুসরণ করি; এবং ভ্রান্তির আত্মাকে চিহ্নিত করি ও তাদের থেকে সাবধান হই। জগতে ভ্রান্তির আত্মা যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেয়, তাদের মধ্যে দুটি বিষয় সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে: (১) পাপের পক্ষে বিভিন্ন অজুহাত দেখায় এবং মানুষকে উচ্চীকৃত করে। যার ফলস্বরূপ, জগতের মাটিতে মানুষের আত্মমর্যাদা, সাফল্য, পদমর্যাদা, অর্থ, সম্পত্তি লাভের বিভিন্ন পথ প্রদর্শন করে। (২) খ্রীস্টের ক্রুশকে অবহেলা করে বা এড়িয়ে যায়। তাই, তাদের সম্বন্ধে পৌল কেঁদে কেঁদে বলেছে, *"তারা খ্রীস্টের ক্রুশের শত্রু; তাদের পরিণাম বিনাশ; উদর তাদের ঈশ্বর; এবং নিজ লজ্জাতেই তাদের গৌরব; তারা পার্থিব বিষয় ভাবে"* (ফিলিপীয় ৩:১৮-১৯)।

এখন ভ্রান্তির আত্মা বা ভাক্তভাববাদী বা খ্রীস্টারির আত্মাকে চেনার কয়েকটি বাস্তব উপায় হল:

(১) তারা সাধারণত নতুন নতুন সত্যের কথা বলে, যা তারা ঈশ্বরের বাক্য থেকে নয়, কিন্তু তাদের নেতাদের ধ্যানের মাধ্যমে বিশেষ প্রকাশের দ্বারা তারা লাভ করেছে বলে দাবি করে।

(২) তারা সর্বদা বর্তমান মণ্ডলীকে আক্রমণ করে থাকে; বিশেষ করে বিশ্বাসীদের অনৈতিক আচরণ, বর্ণবিদ্বেষ বা কপটতাকে আক্রমণ করে।

(৩) যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে তারা মণ্ডলীর পরম্পরাগত বিভিন্ন মতবাদকে আক্রমণ করে। বিশেষ করে ত্রিত্ব ঈশ্বর বা খ্রীস্টের এক ব্যক্তিত্বে দুই প্রকৃতির মতো মতবাদকে আক্রমণ করে থাকে।

(৪) তারা শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে। শাস্ত্রবাক্য ব্যাখ্যার সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করার পরিবর্তে, তারা তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে শাস্ত্রবাক্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করে থাকে।

(৫) তারা সৎকর্মের (সভা-সমিতি, প্রশিক্ষণ, দলগত কাজ) দ্বারা পরিত্রাণ অর্জনের কথা শিক্ষা দেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিত্রাণ অর্জনে বিশ্বাসের পাশাপাশি সৎকর্মের অপরিহার্যতার কথাও বলে থাকে।

(৬) ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষন করে থাকে।

বাংলা ভাষায়
সর্বপ্রথম
স্টাফ নোটেশনসহ
খ্রীস্টীয় গানবই

অনুগ্রহ গানবই

(Grace Hymnal)

৮৬২ পৃষ্ঠার এই বইয়ে আছে
১৪৫টি ইংরাজি সুরের গান
(বাংলা ও ইংরাজি কথাসহ)
২৬৮টি বাংলা সুরের গান ও
১০৬টি সুসমাচার সঙ্গীত
(বাংলা ও ইংরাজি কথাসহ)

মূল্য:-
প্রতি কপি মাত্র ১০০ টাকা
১০ বা তার বেশি কপির জন্য
মাত্র ৭৫ টাকা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)